চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
সচিবালয় বিভাগ
নগর ভবন, বাটালী হিল, টাইগারপাস, চট্টগ্রাম।

স্থানীয় সরকার বিভাগের 'স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি ফর সিটি কর্পোরেশন' প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি)'র ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ডা: শাহাদাত হোসেন
মাননীয় মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
স্থান : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কনফারেন্স রুম, টাইগারপাস, চট্টগ্রাম
তারিখ : ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সভায় উপস্থিতির তালিকা: পরিশিষ্ট-ক

সভার শুরুতে সভাপতি ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন সভায় উপস্থিত সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি)-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভাগীয় ও শাখার প্রধানগণ এবং জাইকা'র প্রতিনিধিসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান।

মাননীয় মেয়র তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, চট্টগ্রাম মহানগরকে একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ, বাসযোগ্য স্বাস্থ্যসম্মত এবং স্মার্ট নগরীতে রূপান্তর করা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের একক উদ্যোগে সম্ভব নয়; বরং এ লক্ষ্য অর্জনে নগরবাসীসহ সকল অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা অপরিহার্য। তিনি সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মশক নিধন কার্যক্রম, সড়ক, নালা-নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়নসহ বহুমুখী নাগরিক সেবার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রেক্ষাপটে সিএলসিসি কমিটিকে নাগরিক মতবিনিময় ও অংশগ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন, সৌন্দর্যবর্ধন, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম এবং বিভিন্ন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে এই কমিটির সদস্যবৃন্দের গঠনমূলক পরামর্শ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় মেয়র আরও বলেন, সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার প্রতিনিধিদের মতামতের আলোকে চট্টগ্রামবাসীর কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণ এবং জনগণের মুখোমুখি হয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে একটি অধিকতর গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা সম্ভব হবে। নাগরিকদের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকা, অন্যদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা, অবৈধভাবে সড়ক ও ফুটপাত দখল রোধে প্রয়োজনবোধে প্রশাসনের সহযোগিতা গ্রহণসহ নাগরিক দায়িত্ব পালনে সকলকে আরও সতর্ক ও দায়িত্বশীল হতে হবে। সর্বস্তরের জনগণের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি আধুনিক, বাসযোগ্য ও টেকসই মহানগর গড়ে তোলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

তৎপরবর্তীতে মাননীয় মেয়রের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যের পর তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আমিনকে সভার পরবর্তী কার্যসূচি পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান। অতঃপর ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব পরিচিতি পর্বের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে সিএলসিসি কমিটির পূর্ববর্তী কার্যক্রমের অগ্রগতি, নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন।

সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দের জন্য সভার ফ্লোর ওপেন করা হলে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস. এম. নসরুল কদির মাননীয় মেয়র এবং উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি প্রথমে মাননীয় মেয়রের নানাবিধ উন্নয়নমুখী কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। তিনি উপস্থিত সকলের সামনে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারী লেইন ক্যাম্পাসের প্রবেশমুখের সামনে ময়লার ডাস্টবিন থেকে সৃষ্ট দুর্গন্ধ এবং যত্রতত্র অনিয়ন্ত্রিত গাড়ি পার্কিংয়ের কারণে সৃষ্ট দুর্ভোগের বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং উক্ত সমস্যার সমাধানে মেয়রের সহযোগিতা কামনা করেন। এর জবাবে উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মেয়র মহোদয়কে অবহিত করেন যে, ভাসমান দোকানগুলোকে বারংবার উচ্ছেদ করার পরেও তারা কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে আবারো জায়গা দখল করে তাদের ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। উক্ত সমস্যার সমাধানের জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব শর্মাকে সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি অবৈধ

দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের পাশাপাশি ছাত্রদের সাথে রাখার এবং ছাত্ররা যেন নিয়মিত মনিটরিং করে এই বিষয় নিশ্চিত করার ব্যাপারে নির্দেশনা দেন।

পরবর্তীতে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ব্যুরো প্রধান জনাব মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ বলেন, ইতোপূর্বে যারা বিভিন্ন সংস্থায় দায়িত্ব পালন করেছেন তারা জনগণের চাহিদার কথা বিবেচনায় না রেখে যত্রতত্র প্রকল্প গ্রহণের ফলে নাগরিকগণ তার মৌলিক চাহিদাগুলো থেকে বারবার বঞ্চিত হয়ে এসেছেন। তাই তিনি মেয়র মহোদয়ের কাছে আহ্বান করেন, নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়ার সময় তিনি যেন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জনগণের অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি যেমন- শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, রাস্তাঘাট চলাচলের উপযোগীকরণ ইত্যাদি বিষয়ের দিকে নজর রাখেন। প্রকল্পগুলো যেন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয় এবং এর দীর্ঘমেয়াদি সুফল যেন জনগণ ভোগ করতে পারে এই বিষয়ে মেয়র মহোদয়ের নিয়মিত মনিটরিং প্রত্যাশা করেন তিনি। তিনি সিএলসিসি মিটিং প্রতি মাসে আয়োজন করার আহ্বান জানান এবং বলেন, প্রতি মাসে মিটিং হলে এবং কর্পোরেশনের নানাবিধ উদ্যোগ মিটিংয়ে উত্থাপিত হলে এক্ষেত্রে তারা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে মেয়র মহোদয়কে সর্বোচ্চ সহযোগিতার করবেন বলে আশ্বস্ত করেন। তিনি আরো বলেন আগামী সভার পূর্বে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত, বাস্তবায়নাধীন এবং বাস্তবায়িত অবকাঠামোগত উন্নয়নের একটি প্রতিবেদন কমিটির নিকট উপস্থাপনা করলে এ বিষয়ে কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন। যা নাগরিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

অতঃপর অতিরিক্ত জিপি জনাব কানিজ কাউসার চৌধুরী তার বক্তব্য শুরু করেন মাননীয় মেয়র মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মাধ্যমে। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রাম শহরে বিগত দিনগুলির মতো জলাবদ্ধতার প্রকোপ ওভাবে পরিলক্ষিত হয় নি। জলাবদ্ধতা নিরসনে মেয়র মহোদয়ের নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের কারণে নগরবাসীর বহু দিনের জলাবদ্ধতার কবল থেকে রেহাই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন হওয়ায় মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রামে মশাবাহিত রোগের মাত্রা ক্রমশ বাড়ছেই। মশক নিধনে মেয়র মহোদয় যে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু করেছেন, তা এখনো দৃশ্যমানভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সেই সাথে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার কথা কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্টদের অবহিত করলে তারা গুরুত্বসহকারে কৃত অভিযোগের তড়িৎ সমাধানের ব্যবস্থা নেয়ার এর প্রশংসা করেন তিনি এবং ডোর টু ডোর কার্যক্রম ব্যবস্থাপনাকে আরো ফলপ্রসু করতে সকালের পরিবর্তে মধ্যাহ্নের দিকে ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ জানান তিনি।

তৎপরর্তীতে ড্যাব প্রতিনিধি ডা. সরোয়ার আলম পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন ওয়ার্ডে মশন নিধনের ক্রাশ প্রোগ্রামের পরিবর্তে একযোগে সকল ওয়ার্ডে এক/ দুইদিনের ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনার অনুরোধ জানান। পুরো শহরজুড়ে একযোগে এই প্রোগ্রাম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হলে সেক্ষেত্রে মশার প্রকোপ কমবে বলে মনে করেন তিনি।

সভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও মশন নিধনের বিষয়ে সকলের পরামর্শ ও অভিযোগের বিষয়ে সভাকে অবহিত করতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, (এস). বিএন-কে সভাপতি সদয় নির্দেশনা প্রদান করলে প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা অবহিত করেন যে, মশক নিয়ন্ত্রণে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ধীর হওয়ার পিছনে জনবল ও মেশিনের ঘাটতি রয়েছে। জনবল ও মেশিনের ঘাটতি পূরণে মেয়র মহোদয় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি আরো বলেন মাননীয় মেয়র মহোদয় দায়িত্ব গ্রহনের পরে বিশ্বের সবচেয়ে দামী এবং কার্যকর লার্ভিসাইট বিটিআই ক্রয় করা হয়েছে। এ ঔষধ প্রয়োগ করতে উন্নত ফগার মেশিনের প্রয়োজন হয়। আমাদের হাতে এ ধরনের উন্নত মেশিন আছে ৪টি। তাই আমরা মেয়র মহোদয়ের উপস্থিতিতে প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে নগরের যে সকল স্থানে মশার লার্ভা বেশি উৎপন্ন হয় সে সকল স্থানে এ ঔষধের প্রয়োগ করছি, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আমরা চেষ্টা করছি যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নগরের ৪১টি ওয়ার্ডে একসাথে ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য। আর মাননীয় মেয়র মহোদয় ইতোমধ্যে পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমকে আরো বেশি গতিশীল করতে রাজস্ব বাজেট থেকে ২২.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, অতিশীঘ্রই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ভূগর্ভস্থ (আন্ডারগ্রাউন্ড) সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যাতে করে নগরীর পরিবেশকে দুষণ ও দূগন্ধমুক্ত রাখা যায়। শুরুতেই আমরা যোলশহর ২ নং গেইট এলাকায়, তৎপরবর্তীতে কাতালগঞ্জে আন্ডারগ্রাউন্ড এসটিএস চালু করবো এবং ধীরে ধীরে সকল এসটিএস -কে আন্ডারগ্রাউন্ডে নেয়া হবে। এত করে নগরবাসীকে আর কোথাও ময়লা স্তুপ দেখতে হবে না।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	সিএলসিসি কমিটির সভা প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর আয়োজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। সচিব, চসিক। ২। প্রোগ্রামার, চসিক
২।	প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারী লেইন ক্যাম্পাসের প্রবেশমুখে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনার বিস্তার রোধ ও ভাসমান দোকান উচ্ছেদ করা	১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক। ২। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, চসিক।

৩।	মশা নিধনের ক্র্যাশ প্রোগ্রাম কার্যক্রম নগরীর সকল ওয়ার্ডে একসাথে পরিচালনা করা	১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক। ২। মশক ও ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, চসিক
৪।	ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহের সময়সূচি সকালের পরিবর্তে মধ্যাহ্নের সময় নির্ধারণ করা বা পুনর্বিন্যাস করা।	১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক।
৫।	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত, বাস্তবায়নাধীন এবং বাস্তবায়িত অবকাঠামোগত উন্নয়নের একটি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে কমিটির নিকট উপস্থাপনা করা।	১। প্রধান প্রকৌশলী, চসিক।
৬।	রাস্তাঘাটের ময়লা আবর্জনা জনগণের চোখের আড়ালে করতে এবং নগরীকে দুর্গন্ধমুক্ত রাখতে পরীক্ষামূলকভাবে ষোলশহর ও কাতালগঞ্জে দুটি এসটিএসকে আন্ডারগ্রাউন্ডে স্থাপন করা।	১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক। ২। প্রধান প্রকৌশলী, চসিক।
৭।	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে টেন্ডারের মাধ্যমে সৌন্দর্য বর্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করা।	১। প্রধান প্রকৌশলী, চসিক। ২। প্রধার রাজস্ব কর্মকর্তা, চসিক ৩। নগর পরিকল্পনাবিদ, চসিক

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সভায় আগত প্রতিনিধিবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ডা: শাহাদাত হোসেন
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং: ৪৬.১১.১৬০০.০০১.১৮.০১৬.২৫.৪৪৫

১৮/১২/২০২৫

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। জনাব.....মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

২। জনাব.....সম্মানিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং - ....., চসিক।

৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল), চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

৪। একান্ত সচিব, মাননীয় মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

৫। জনাব ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা, সিটি গভর্ন্যান্স স্পেশালিষ্ট, 'স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি ফর সিটি কর্পোরেশন' প্রকল্প, জাইকা।

৬। জনাব .....।

১৮.১২.২৫

মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
ও
সচিব
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
ফোনঃ ০২৩৩৩৩৮৮৮০৬
ই-মেইলঃ secretary@ccc.gov.bd